24-10-52

আজ প্রোডাকসনের নিবেদন

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

কপালকুণ্ডলা

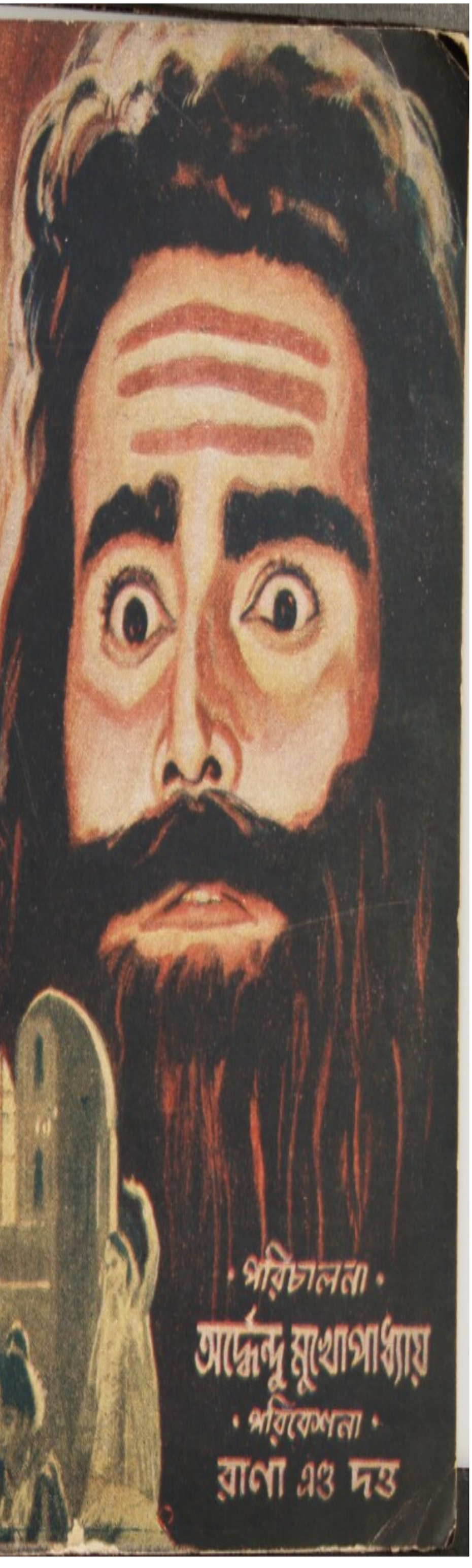

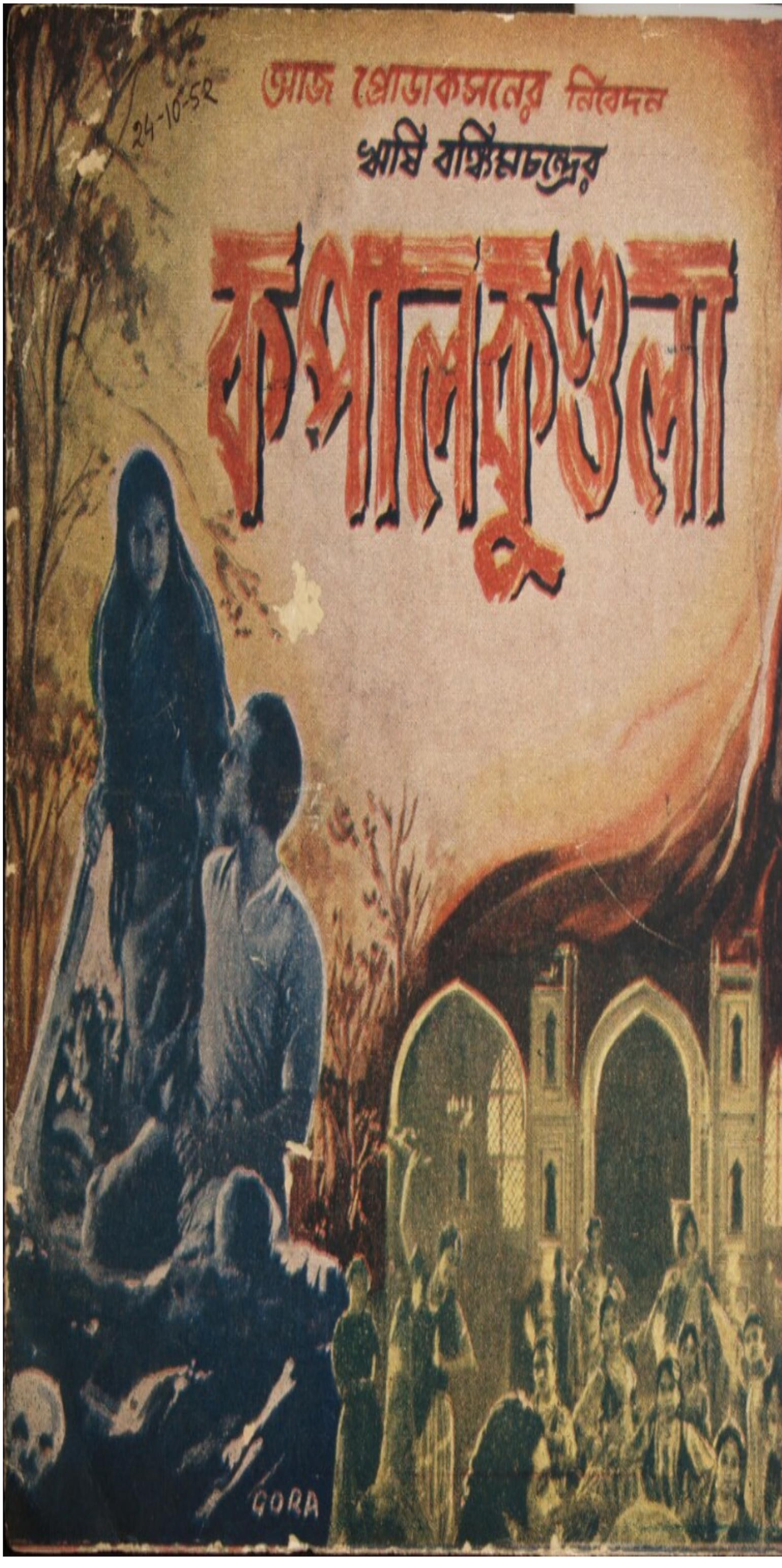

• পরিচালনা •

অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

• পরিবেশনা •

রাণা এণ্ড দত্ত

GORA

আজ প্রডাকসনের নিবেদন—

বঙ্কিমচন্দ্রের

কপালকুণ্ডলা

অনন্যব্রত কর্মী, "কপালকুণ্ডলার" সহযোগী পরিচালক আমাদের প্রিয়তম সুহৃদ্, অকালে লোকান্তরিত সুনীল মজুমদারের বেদনার্ত স্মৃতির উদ্দেশে এই চিত্র নিবেদিত হইল।

—সংগঠনকারী—

চিত্রনাট্য ও
অতিরিক্ত সংলাপ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
গীতিকার : বিমল ঘোষ ও গোবিন্দ চক্রবর্তী
সুরসৃষ্টি : রাজেন সরকার
সঙ্গীত অনুগতি : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
চিত্রশিল্পী : প্রবোধ দাস
শব্দযন্ত্রী : মনি বসু
শিল্প-নির্দেশ : ভূপেন মজুমদার
সাজসজ্জা : ভোলা ভট্টাচার্য, মনি সান্যাল ও সুবোধ দাস
রূপসজ্জা : ধীরেন দত্ত
সম্পাদনা : সুবোধ রায়
পরিস্ফুটনা : পঞ্চানন নন্দন
ব্যবস্থাপনা : ভবানী ঘোষ
ফটিং নিয়ন্ত্রণ : খগেন মল্লিক
স্থির-চিত্র : রবীন দত্ত
নৃত্য-পরিকল্পনা : অতীন লাহা
প্রযোজনা : জীবেন বসু
প্রচার : প্রদ্যোত মিত্র

—সহকারী—

পরিচালনায় : পিনাকী মুখোপাধ্যায়
চিত্র-শিল্পে : জ্ঞান কুণ্ডু, চিন্ময় ঘোষাল ও জয় মিত্র
শব্দযন্ত্রে : কার্ত্তিক পাঠক
বুমম্যান : পাঁচু মণ্ডল
রূপসজ্জা : মনোতোষ ও বীরেন নস্কর
সম্পাদনায় : নির্মল মিত্র ও গঙ্গাধর নস্কর
ব্যবস্থাপনায় : মণীন্দ্র রায় ও পরিমল দেবনাথ
পরিস্ফুটনায় : বলাই, অবনী, তারাপদ, সত্যেন ও নীরেন
ফটিং নিয়ন্ত্রণে : শম্ভু, দুলাল, নিতাই, যাদব, সুকুমার, হরিহর ও হরেকৃষ্ণ

এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রোডাকশন্স্ ষ্টুডিয়োতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও নিউ থিয়েটার্স ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

সুহাস সেন, রণবীর মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র জানা, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি

পরিচালনা : **অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়** সহযোগী পরিচালনা : **সুনীল মজুমদার**

রূপায়ণে : সন্ধ্যারাণী, প্রণতি ঘোষ, প্রভা দেবী, শোভা সেন, নিভাননী, স্বাগতা চক্রবর্তী, অমিতা বসু, প্রতিমা, নমিতা, সুপ্রিয়া, নিভা, মায়া, লক্ষ্মী, অনুশীলা, সমীরকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, নীতিশ মুখোঃ, কানু বন্দ্যোঃ, দীপক মুখোঃ, জীবন গাঙ্গুলী, নবদ্বীপ হালদার, অজিত চট্টোঃ, ভানু বন্দ্যোঃ (এঃ), নৃপতি চট্টোঃ, পঞ্চানন ভট্টাঃ, কানাই শিমলাই, জীবেন বসু ইত্যাদি।

'পথিক, তুমি পথ হারিয়েছ?'

নির্জন সমুদ্র তীর—নারিকেল বীথির মর্মরধ্বনি, আকাশে সূর্যাস্তের রঙচ্ছটা। নবকুমার তাকিয়ে দেখলেন এক অপূর্ব রমণীমূর্তি। প্রকৃতির সমস্ত শান্ত সৌন্দর্য দিয়ে সে গড়া—তার কণ্ঠ যেন বীণার মতো ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে।

কাপালিকের পালিতা কন্যা সে—বনচারিণী সন্ন্যাসিনী। সে কপালকুণ্ডলা।

নবকুমারকে হত্যা করে কাপালিক চেয়েছিল তার ভৈরবীচক্রের সাধনা সম্পূর্ণ করতে। কিন্তু কপালকুণ্ডলার অনুগ্রহেই মুক্তি পেল নবকুমার। তারপর—

তারপর ব্রহ্মচারিণী বনলক্ষ্মী হল অন্তঃপুরিকা গৃহিনী। কপালকুণ্ডলা হল মৃণ্ময়ী। আর অন্তরীক্ষে বিকীর্ণ হয়ে পড়ল ভৈরবীর কুটিল অট্টহাসি।

কিন্তু বনের পাখী কি ঘরের খাঁচায় পোষ মানে? মুক্ত সমুদ্র—অবারিত নারিকেলবীথি আর অরণ্যের আহ্বান যার রক্তে রক্তে, সে কি সীমন্তিনী বধূরূপে তুলসীতলায় জেলে দিতে পারে সন্ধ্যার প্রদীপ?

ঝড়ের মেঘ ঘনালো নবকুমারের সংসারের আকাশে।

সেই ঝড়ের মেঘ থেকে নামল বজ্ররূপে মতি বিবি। মৃত্যুর ওপার থেকে নবজন্ম নিয়ে ফিরে এল পদ্মাবতী—তার হারানো অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্যে।

কিন্তু কুলত্যাগিনী ধর্মত্যাগিনী স্ত্রীকে তো আর ফিরে নিতে পারে না নবকুমার। মতি বিবির প্রেমের অর্ঘ উপেক্ষায় লুটিয়ে পড়ল ধূলোয়।

দলিতা ফণিনীর মতো গর্জে উঠল পদ্মাবতী। প্রতিশোধ চাই! যেমন করে হোক ভেঙে দিতে হবে নবকুমারের সাধের সংসার—দূর করে দিতে হবে পথের কাঁটা কপালকুণ্ডলাকে।

কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছিল না। সন্ন্যাসিনী তো কোনোদিনই মনের মধ্যে

শিকল পরেনি। সে তো কোনো দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চায়নিস্বামীর সংসারে—স্বামীর প্রেমে। পদ্মাবতীর সুখের পথেও সে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না—নিঃশব্দে তাকে নিজের আসনে প্রতিষ্ঠা করেই সে বিদায় নেবে!

কৃতজ্ঞতায় ছলছল করে উঠল পদ্মাবতীর চোখ: বোন, তুমি আমায় জীবন দান করলে! তোমায় অর্থ দিচ্ছি—দাস-দাসী দিচ্ছি—

—আমি কিছুই চাইনা—আত্মমগ্ন চোখ মেলে মৃণ্ময়ী বললে, শুধু চাই সেই সমুদ্রের ধার—সেই বন-জঙ্গল—সেই মুক্তি!

কিন্তু মৃণ্ময়ীর রূপমুগ্ধ দুর্বলচিত্ত নবকুমার সমস্তই ভুল বুঝল! মৃণ্ময়ীর ওপর জাগল তার সন্দেহ—আর সেই সন্দেহে ইন্ধন দিতে লাগল কাপালিক। আজ কপালকুণ্ডলার মৃত্যুই কাপালিকের কাম্য—যার জন্যে তার পূজোয় ব্যাঘাত ঘটেছে, তাকে সে কোনোমতেই ক্ষমা করবে না!

কাপালিক বললে, নবকুমার, বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর প্রাণ-সংহার তোমার কর্তব্য।

সুরায় প্রমত্ত নবকুমার নিজের ইষ্টানিষ্ট বিস্মৃত হল। ঈর্ষ্যায় অন্ধ, প্রেম জিঘাংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

উন্মাদ নবকুমার বললে, তাই হবে কাপালিক! পানীয়ং দেহি মে!

তারপর একদিন যে তার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিল, আজ তারই প্রাণ-বিনাশ করবার জন্যে শ্মশানে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো নবকুমার। কপালকুণ্ডলা, আর পেছনে খাড়া পাড়ের নীচে গঙ্গার খরগামী জলধারা মৃত্যুর হাসি হাসতে লাগল!

ভুল নবকুমারের যখন ভাঙল—তখন আর সময় ছিল না। তার আগেই গঙ্গার খরধারা দু'জনের মাঝখানে গড়ে দিয়েছে চির-বিচ্ছেদ অন্ধকারের মধ্য থেকে যে নারী একদিন আকস্মিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল—অন্ধকারের মধ্যেই সে তেমনি করে হারিয়ে গেল।

তার সন্ধানে নবকুমারও ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ ধরে তাঁর আর্তনাদ সীমাহীন শূণ্যতায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে লাগল। তারপর—

তারপর রহস্যময়ী অন্ধকার স্রোতের ওপর একটীমাত্র প্রশ্ন শুধু জেগে রইল: এই বসন্ত-বায়ুতাড়িত গঙ্গা-প্রবাহে, এই তরঙ্গচঞ্চল তিমিরের মধ্যে—কোথায় হারিয়ে গেল কপালকুণ্ডলা—কোথায় মিলিয়ে গেল নবকুমার?

ঋষি বঙ্কিমের এই অপরূপ স্বপ্ন-মধুর করুণ-কাহিনী বিশ্ব-সাহিত্যে অনন্য আর এই কাহিনীকে প্রধানত চিত্রায়িত করা হয়েছে—'কপালকুণ্ডলা'র বাস্তব-পরিবেশে—রসুলপুরের মোহানায়, সমুচ্চ বালিয়াড়ীর শীর্ষপটে, গর্জিত সমুদ্রের তটভূমিতে। চিত্রালীর ইন্দ্রজালে বঙ্কিমের সেই নন্দিতা মানসকন্যা রূপালী পর্দায় বিকশিত হয়ে উঠবে আপনার পরিপূর্ণ মহিমায়।

সঙ্গীত

মতিবিবির গান

যবে, বাঁশরী তোমার শুনিনু সহসা
রজনীর আঁধারে
ভুবন আমার হ'লো যে কাঙাল
হারাইনু বারে বারে।

ভীরু দু'নয়নে জ্বালিলে কি-রূপশিখা :
সে আলোকে মোর হেরিনু ললাটলিখা,
নব অনুরাগ উঠিলো জাগিয়া
হৃদয়-কুঞ্জদ্বারে।

ওগো সুন্দর! কেমনে তোমারে ভুলি—
বাঁধনে তোমার নিয়ত জড়াই
যতই তাহারে খুলি।

মানিব না আর অকারণ লাজ-ভয়
জীবনে আবার তোমারে করিব জয়,
বিরহের নিশি ভোর হ'লো আজি
মিলনের অভিসারে।

—গোবিন্দ চক্রবর্তী

হারেমের গান

আরেকটু দাও লাল সিরাজী
রঙীন্ গোলাপ ফুল
না দিলে দিল্ গুলবাগিচায়
রয়নাক' বুলবুল্।

আঙুরে না মিটুলে ক্ষুধা
আছে রাঙা অধর সুধা,
রঙ্ মহলের রঙ্ বাহারে
হয় যদি হোক ভুল।

কে রাখে কার খবর, বলো
তামাম্ দুনিয়ায়—
যা মেলে তাই নগদ ভালো
বাকীর অনেক দায়।

নয়ন যখন আসছে ঢুলে
লাজের বাঁধন যাক্ না খুলে,
দিল্ দরিয়ায় উঠুক তুফান
আমেজে মশগুল্।

—গোবিন্দ চক্রবর্তী

মতিবিবির গান

তুমি আবার আসবে প্রিয়ে আশার স্বপন রথে
নিদমহলার মঞ্জিলে মোর বিজন তিমির পথে
তাকিয়ে আছি পলক হারা
দূর আকাশের সন্ধ্যা তারা
আসবে তুমি ওগো নিঠুর জানায় আকাশ হ'তে।

শ্যামার গান

তোমার লাগি রাতের পাখী শ্যামল বনের শাখে
আমার মনের গোপন কথা ব্যথার সুরে ডাকে।
তোমার প্রেমে তোমার গানে
ফাগুন দিনের পুলক আনে
তাইতো প্রিয় বাসর সাজাই আকুল মনোরথে।

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

ও পরাণের সই লো—
একটি কথা কই লো
গোপন কথা ব'লবো কানে কানে—
পরশ-পাথর পরশ-করা
আহা, কে বল্ না-জানে

হ'য়ে খুসীতে আকুল
পরো গোঁপায় তারার ফুল,
মন-ভোলানো কাজল আঁখি—
কানে মোতির দুল্;
ঘোম্টা তুলে দু'লে দু'লে
রঙ্ লাগাবি ঐ প্রাণে!

পায়ে আল্তা প'রে লাল
বাজা নূপুর চুড়ির তাল,
সোনার পুতুল আসবে যখন
ছড়িয়ে মায়াজাল—
বনের পাখী দেখ্বো তখন
কেমনে-না বশ মানে।

—গোবিন্দ চক্রবর্তী

রাণা এণ্ড দত্তের পক্ষ হইতে শ্রীপ্রদ্যোত মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
গীতালী প্রেস, ১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা ৯, হইতে মুদ্রিত।

আজ প্রোডাকশানের

পরবর্ত্তী চিত্র নিবেদন

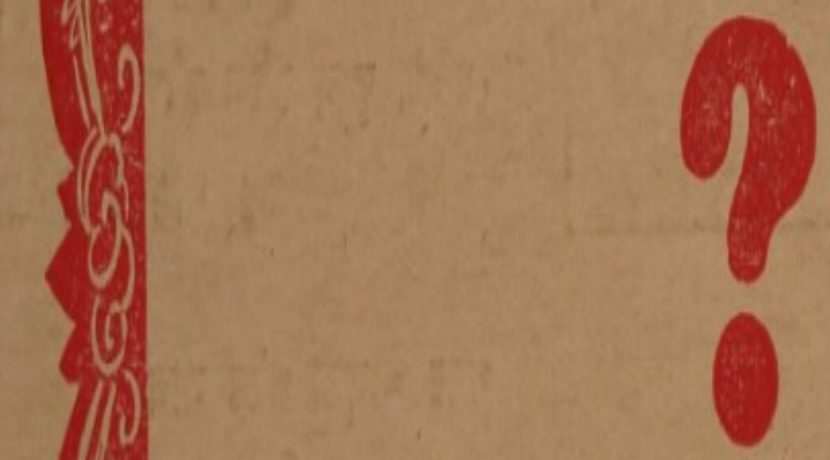

বাংলায় প্রথম সম্পূর্ণ রঙীন ছবি

প্রযোজনা ও পরিচালনা : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়